গঠনতন্ত্র

(সংশোধনী)

বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা

BANGLADESH WOMEN SPORTS FEDARATION

DHANMONDI MOHILA CRIRA COMPLEX

ROAD NO. 11/A, DHANMONDI RESIDENTIAL AREA, DHAKA-1209

Tele: 9119704, Fax: 880-2-9119704

সূচীপত্র

ধারা-১	:	শিরোনাম	পৃষ্ঠা- ২
ধরা-২	:	সংজ্ঞা	পৃষ্ঠা- ২
ধারা-৩	:	পতাকা ও প্রতীক	পৃষ্ঠা- ৩
ধারা-৪	:	সদর দপ্তর ও আওতা	পৃষ্ঠা- ৩
ধারা-৫	:	সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	পৃষ্ঠা- ৩
ধারা-৬	:	এফিলিয়েশন	পৃষ্ঠা- ৫
ধারা-৭	:	সাধারণ পরিষদ	পৃষ্ঠা- ৬
ধারা-৮	:	সাধারণ পরিয়দের দায়িত্ব ও কর্তব্য	পৃষ্ঠা- ৬
ধারা-৯	:	সাধারণ পরিয়দের সেশন	পৃষ্ঠা- ৭
ধারা-১০	:	সাধারণ পরিয়দের সভা	পৃষ্ঠা- ৮
ধারা-১১	:	সাধারণ পরিয়দের সভার কোরাম	পৃষ্ঠা- ৮
ধারা-১২	:	সাধারণ পরিয়দের তলবী সভা	পৃষ্ঠা- ৮
ধারা-১৩	:	তলবী সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি	পৃষ্ঠা- ৯
ধারা-১৪	:	নির্বাহী কমিটি	পৃষ্ঠা- ৯
ধারা-১৫	:	নির্বাহী কমিটির মেয়াদ	পৃষ্ঠা- ১০
ধারা-১৬	:	নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা	পৃষ্ঠা- ১০
ধারা-১৭	:	নির্বাহী কমিটির বৈঠক	পৃষ্ঠা- ১২
ধারা-১৮	:	নির্বাহী কমিটির সদস্যপদ শূণ্য ও পূরণ	পৃষ্ঠা- ১৪
ধারা-১৯	:	নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্য	পৃষ্ঠা- ১৫
ধারা-২০	:	পদত্যাগ অপসারণ ও সদস্যপদ বাতিল	পৃষ্ঠা- ১৮
ধারা-২১	:	তহবিল ও অর্থবছর	পৃষ্ঠা- ১৮
ধারা-২২	:	নির্বাচন	পৃষ্ঠা- ১৮
ধারা-২৩	:	গঠনতন্ত্র সংশোধন	পৃষ্ঠা- ১৯
ধারা-২৪	:	আপীল	পৃষ্ঠা- ১৯
ধারা-২৫	:	গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা	পৃষ্ঠা- ১৯
ধারা-২৬	:	সংযুক্ত সংগঠনের কার্যক্রম	পৃষ্ঠা- ২০
ধারা-২৭	:	সংযুক্ত সংগঠনের গঠন প্রণালী	পৃষ্ঠা- ২০
ধারা-২৮	:	৬ ধারায় উল্লেখিত ক্রীড়া সংস্থার গঠন প্রণালী	পৃষ্ঠা- ২০

ধারা-১ : শিরোনাম:

এই সংগঠন 'বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা' নামে অবহিত হইবে। এই গঠনতন্ত্র বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র।

ধারা-২ : সংজ্ঞা

ক) "সংস্থা"র অর্থ সর্বপর্যায়ে মহিলা ক্রীড়া সংস্থা।

খ) "কমিটি" অর্থ সংস্থার নির্বাহী কমিটি।

গ) "কমকর্তা" অর্থ নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা।

ঘ) "কাউন্সিলার" অর্থ সাধারণ পরিষদের জন্য মনোনীত সদস্য।

ঙ) "সাধারণ পরিষদ" অর্থ কাউন্সিলারের সমন্বয়ে গঠিত পরিষদ।

চ) "সাধারণ সদস্য" অর্থ সাধারণ পরিষদের সদস্য।

ছ) "সদস্য" অর্থ সংস্থার নির্বাহী কমিটির সদস্য।

জ) "সভানেত্রী" অর্থ সংস্থার সভানেত্রী যিনি সাধারণ পরিষদেরও সভানেত্রী হইবেন।

ঝ) "সিনিয়র সহ-সভানেত্রী" অর্থ ঢাকার বসবাসকারী একজন মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব সংস্থার নির্বাহী কমিটির সিনিয়র সহ-সভানেত্রী।

ঞ) "সহ-সভানেত্রী" অর্থ সংস্থার নির্বাহী কমিটির সহ-সভানেত্রী।

ঞ) মহিলা ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য মহিলাদের ক্যাম্পে রেখে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

ট) সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ও বিভিন্ন আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা, এ উদ্দেশ্যে ক্রীড়া বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ ও বুলেটিন সংগ্রহ করা।

ঠ) মহিলা ক্রীড়াবিদদের মধ্যে সুশৃঙ্খল আচরণ গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

ড) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা বাস্তবায়ন করা।

ধারা-৬ : এফিলিয়েশনঃ

৬.১ নিম্নোক্ত সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাথে এফিলিয়েটেড থাকিবে।

১. বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা।

২. জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা।

৬.২ উক্ত সংস্থাসমূহ নির্বাহী কমিটি নির্ধারিত বাৎসরিক এফিলিয়েশন ফি প্রদান করিবে।

৬.৩ কোন সংস্থা উক্ত ফি প্রদানে ব্যর্থ হইলে তাহার এফিলিয়েশন বাতিল হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটি নির্ধারিত জরিমানা ও ফি প্রদান সাপেক্ষে এফিলিয়েশন নবায়ন করা হইবে।

খ) অধিক সংখ্যক মহিলা ক্রীড়াবিদ, রেফারী, আম্পায়ার, কোচ ও ক্রীড়া সংগঠক তৈরির লক্ষ্যে কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

গ) দেশী, বিদেশী, আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ঘ) মহিলা ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নতির জন্য সরকারী ও বেসরকারী সুয়োগ সুবিধা বৃদ্ধির চেষ্টা করা।

ঙ) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ করা, সমন্বয় সাধন করা ও নিজস্ব কর্মসূচীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভা অন্বেষণ করে প্রশিক্ষণ দ্বারা তাদেরকে যুগোযোগী ক্রীড়াবিদ হিসাবে গড়ে তোলা।

চ) মহিলা ক্রীড়া সংস্থার বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ের সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন করা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়মিত মহিলা/প্রতিযোগিতা আয়োজন করা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ছ) দরিদ্র, খ্যাতনামা, প্রতিভাবান খেলোয়াড় ও সংগঠকদের সাহায্য সহযোগিতা করা।

জ) মহিলা ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নয়নের সহায়ক হইবে এমন অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করা।

ঝ) জাতীয় দিবস সমূহে দেশব্যাপী প্রতিটি সংস্থা পর্যায়ে মহিলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

ঞ) মহিলা ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য মহিলাদের ক্যাম্পে রেখে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

ট) সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ও বিভিন্ন আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা, এ উদ্দেশ্যে ক্রীড়া বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ ও বুলেটিন সংগ্রহ করা।

ঠ) মহিলা ক্রীড়াবিদদের মধ্যে সুশৃঙ্খল আচরণ গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

ড) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা বাস্তবায়ন করা।

ধারা-৬ : এফিলিয়েশন:

৬.১ নিম্নোক্ত সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাথে এফিলিয়েটেড থাকিবে।

১. বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা।

২. জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা।

৬.২ উক্ত সংস্থাসমূহ নির্বাহী কমিটি নির্ধারিত বাৎসরিক এফিলিয়েশন ফি প্রদান করিবে।

৬.৩ কোন সংস্থা উক্ত ফি প্রদানে ব্যর্থ হইলে তাহার এফিলিয়েশন বাতিল হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটি নির্ধারিত জরিমানা ও ফি প্রদান সাপেক্ষে এফিলিয়েশন নবায়ন করা হইবে।

ধারা-৭ : সাধারণ পরিষদ

৭.১ বাংলাদেশ মাহিলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সাপেক্ষে ৬ ধারায় বর্ণিত সংস্থসমূহের কমিটির অনুমোদিত স্বীয় সংস্থার (কার্যনির্বাহী কমিটি) ১ জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

৭.২ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অনুমোদিত সকল ফেড়ারেশনসমূহের মধ্য হইতে যে ১ জন মহিলা প্রতিনিধি এবং সার্ভেস টিম/বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে (৪ বছরের মধ্যে ২ বছর) তাদের মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

৭.৩ স্বাধীণতা দিবস পুরস্কার ও একুশে পদকপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ/ সংগঠক সরসরি সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হইবেন।

৭.৪ বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ, আন্তর্জাতিক মর্যাদার ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, ক্রীড়া উন্নয়নের সহায়তাকারী মাহিলাদের মধ্যে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মনেনীত ৫ জন প্রতিনিধি সদস্য হইবেন।

৭.৫ নির্বাহী কমিটির সর্বশেষ সাধারণ সম্পাদিকা পরবর্তী সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

ধারা-৮ : সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পক্ষে লক্ষ্য রাখা।

ঘ) প্রতি চার বছর অন্তর গঠনতন্ত্র অনুসারে নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচিত করা।

গ) বার্ষিয়ক সাধারণ সভা, পরবর্তী বৎসরের বাজেট, পূর্ববর্তী বৎসরের আয়-ব্যয়ের নিরিক্ষীত হিসাব অনুমোদন।

ঘ) সাধারণ সম্পাদিকার বার্ষিক প্রতিবেদন ও ক্রীড়া পঞ্জী অনুমোদন।

ঙ) পরবর্তী বৎসরের জন্য অডিটর নিয়োগ ও পরিতোষিক নির্ধারণ।

চ) গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ছ) গঠনমন্ত্র অনুসারে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

ধারা-৯ : সাধারণ পরিষদের মেয়াদঃ

৯.১ সাধারণপরিষদের ময়োদ ৪ (চার) বৎসর।

৯.২ এই মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বেই সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য সাধারণ সম্পাতিকা সংযুক্ত সংস্থাসমূহে চিঠি ও বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবেন। এইভাবে প্রেরিত প্রতিনিধি সমন্বয়েই সাধারণ পরিষদ গঠিত হইবে। এই পরিষদের সদস্যরা সাধারণ পরিষদের সদস্য/ কাউন্সিলার হইবে। গঠিত পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে সংস্থাসমূহ কাউন্সিলার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। তবে পদত্যাগ, পদ পরিবর্তন ও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনে অসমর্থতা ও মৃত্যুজনিত সংশ্লিষ্ট সংস্থার সভানেত্রী/কর্মকর্তার স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা কাউন্সিলার পরিবর্তন করা যাইবে। সরকার/জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ/সংস্থার মনোনীত প্রতিনিধি/সদস্যর ক্ষেত্রে মনোনকারী কর্তৃপক্ষ স্বীয় প্রতিনিধি পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

ধারা-১০ : সাধারণ পরিষদের সভা:

প্রতি দুই বৎসরে সাধারণ পরিষদের অন্ততঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভায় নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদিকার বাৎসরিক প্রতিবেদন, পূর্ববর্তী বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পরবর্তী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট ও বাৎসরিক ক্রীড়াপঞ্জী নীতিগত অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত প্রয়োজনে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা যাইবে। নূন্যতম পনের দিনের নোটিশে বাৎসরিক সাধারণ সভা আহ্বান করিতে হইবে। নোটিশে সভার তারিখ, স্থান, সময় আলোচ্যসূচীর উল্লেখ থাকিতে হইবে।সাধারণ পরিষদ সকল সভার প্রথমেই আলোচ্যসূচী চূড়ান্ত করিবে।

১০.১ সাধারণ পরিষদের সভায় অন্ততঃ ৩০দিন পূর্বে নোটিশ জারী করিতে হইবে।

ধারা-১১ : সাধারণ পরিষদের সভার কোরম:

মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সাধারণ পরিষদের সভার কোরাম হইবে। সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার ত্রিশ মিনিটের মধ্যে কোরাম পূর্ণ না হইলে এক ঘন্টার জন্য সভা মূলতবী থাকিবে। উক্ত এক ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পরও কোরাম না হইলে নূন্যপক্ষে তিন দিনের জন্য সভা মূলতবী ঘোষণা করিতে হইবে। দ্বিতীয় বার মূলতবীকৃত সভায় কোরাম না হইলেও পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

ধারা-১২ : সাধারণ পরিষদের তলবী সভা:

সাধারণ পরিষদের সদস্যদের এক তৃতীয়াংশের স্বাক্ষরে আলোচ্যসূচী ও কার্যপত্র সহকারে তলবী সভা আহবান করা যাইবে। তলবী সভায় যে কোন

বিষয় উত্থাপন করা যাইবে। সভার কারণ উল্লেখ করিয়া এক তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরে তলবী সভা আহবানের জন্য সভানেত্রীর নির্দেশে সাধারণ তলবী সভা আহবান করিবেন। সভানেত্রী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সভা আহবানে ব্যর্থ হইলে বা সভা না ডাকিলে তলবী সভার দাবীতে স্বাক্ষরদানকারী যে কোন সদস্য ঐ সভা ডাকিতে পারিবেন। তলবী সভায় যদি সাধারণ পরিষদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে আলোচ্যসূচী বিষয়ক প্রস্তাব পাশ হইবে। এইরূপ তলবী সভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইলে ঐ দিন হইতে কমিটি বিলুপ্ত হইবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এই বিলুপ্তির ঘোষণা প্রজ্ঞাপন মারফত প্রদানের পরই নতুন কমিটির গঠনের প্রক্রিয়া চালু হইবে। নতুন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বতন কমিটির সভানেত্রী, সাধারণ সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষ সাময়িক দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবেন। কিন্তু এই সময়ে তাহারা দৈনন্দিন কাজ কর্ম ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

ধারা-১৩ : তলবী সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি:

সাধারণ পরিষদের তলবী সভায় সাধারণভাবে হাত তুলিয়া ভোট প্রদানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহীত হইবে। যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে উপস্থিত নূন্যপক্ষে একতৃতীয়াংশ সদস্য ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবী জানান তাহা হইলে তাৎক্ষণিক সভানেত্রী ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করিবেন।

ধারা-১৪ : নির্বাহী কমিটি:

বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হিসাবে একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে যাহা নিম্নোক্ত ভাবে গঠিত হইবে।

ক) সভানেত্রী	১ (এক) জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত)
খ) সিনিয়র সহ-সভানেত্রী	১ (এক) জন (নির্বাচিত)
গ) সহ-সভানেত্রী	৪ (চার) জন (নির্বাচিত)
ঘ) সাধারণ সম্পাদিকা	১ (এক) জন (নির্বাচিত)
ঙ) যুগ্ম সম্পাদিকা	২ (দুই) জন (নির্বাচিত)
চ) কোষাধ্যক্ষ	১ (এক) জন (নির্বাচিত)
ছ) সদস্য	১৫ (পনের) জন (নির্বাচিত) ২জন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত

১৪.১ নবনির্বাচিত কমিটির কাছে নির্বাচনের পনের দিনের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর করিবে অন্যথায় ষোলতম দিন হইতে নবনির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা-১৫ : নির্বাহী কমিটির মেয়াদ:

সাধারণ পরিষদের প্রত্যক্ষ ভোটে চার বৎসর মেয়াদের জন্য নির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে। নির্বাহী কমিটির প্রথম সভার,তারিখ হইতে মেয়াদ শুরু হইবে।

ধারা-১৬ : নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা:

ক) নির্বাহী কমিটি গঠনতন্ত্রে বর্ণিত সংস্থার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সমূহ বাস্তবায়ন, প্রশাসন, ব্যাবস্থাপনা এবং সকল সম্পত্তির দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

খ) নির্বাহী কমিটি বাংলাদেশে মহিলাদের ক্রীড়ার প্রসার, প্রচার ও জনপ্রিয় করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

গ) নির্বাহী কমিটি মহিলাদের ক্রীড়া নৈপুণ্য ও উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রকার ব্যাবস্থা গ্রহণ করিবে।

ঘ) নির্বাহী কমিটি সংস্থার সকল কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, বেতন নির্ধারণ, বরখাস্ত ও চাকুরী শর্তাবলী প্রনয়ণ করিবে।

ঙ) নিবর্হী কমিটি আর্থিক বৎসরের জন্য বাজেট প্রনয়ণ করতঃ সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন করিবে।

চ) নির্বাহী কমিটি সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে বাৎসরিক ক্রীড়াপঞ্জি প্রনয়ণ করিবে। বিশেষ কোন কারণে অনুমোদিত ক্রীড়াপঞ্জির যে কোন পরিবর্তনের ক্ষমতা নির্বাহী কমিটির থাকিবে। তবে এইরূপ পরিবর্তনের কারণসমূহ সাধারণ পরিষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

ছ) নির্বাহী কমিটি ক্রীড়াপঞ্জি অনুযায়ী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমুহ পরিচালনার ব্যবস্থা করিবে।

জ) নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সংস্থাকে প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে।

ঝ) নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনীয় সাব-কমিটি ও উপকমিটি গঠন করিতে পারিবে।

ঞ) নির্বাহী কমিটি যে কোন তফশীলী ব্যাংকে সংস্থার নামে হিসাব খুলিতে পারিবে। সভানেত্রী, কোষাধ্যক্ষ এবং সাধারণ সম্পাদিকার মধ্যে যে কোন দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে তাহা পরিচালনা করিতে পারিবে।

ট) ক্রীড়ার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয় ও সংস্থা সমুহের মধ্যে বরাদ্দ করিতে পারিবে।

ঠ) প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপ-পরিষদ গঠন করিবে।

ঙ) সংস্থা সমুহের কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি ও উপ-বিধি প্রনয়ণ করিবে।

চ) মহিলা ক্রীড়ার উন্নয়ন স্বার্থে অন্য যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

ণ) সংস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা ও ফিস্ সংগ্রহ করিয়া তহবিল গঠন এবং অর্থ সংস্থার অন্যান্য সম্পত্তি অনুদান হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে।

ত) মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রীড়া ও অন্যান্য শৃঙ্খলার পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য কমিটি যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে স্থায়ী কিংবা সাময়িক বরখাস্ত/ বহিষ্কারসহ সকল প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

থ) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও ক্লাব সমুহের এফিলিয়েশন ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

দ) জরুরী প্রয়োজনে উপ-কমিটির সিদ্ধান্ত সমুহ সভানেত্রীর অনুমোদনক্রমে কার্যকর হইবে এবং পরবর্তী নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

ধারা-১৭ : নির্বাহী কমিটি বৈঠক:

ক) নির্বাহী কমিটি বৎসরে অন্ততঃ ৪ বৈঠকে মিলিত হইবে। সাধারণ সম্পাদিকা সভানেত্রীর সংগে আলোচনা করিয়া নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করিবেন। ৭ (সাত) দিনের নোটিশে এই সভা আহবান করা যাইবে। নোটিশে সভার তারিখ, স্থান, সময় ও আলোচ্যসূচী উল্লেখ থাকিবে। মোট সদস্যেদের এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার

কোরাম হইবে । কোন কর্মকর্তা বা সদস্যের পদ খালি থাকিলে সভার কোরাম গণনায় ঐ পদগুলো বাদ রাখিতে হইবে।

খ) কোরাম না হইলে সভার কাজ শুরু করা যাইবে না। কোন সভা শুরু করার পর সভা মূলতবী করা যাইবে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী ৭(সাত) দিনের মধ্যে উক্ত সভা করিতে হইবে। এই ধরণের মূলতবী সভায় কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

গ) ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী আলোচ্যসূচীর জন্য নির্বাহী কমিটির জরুরী সভা আহব্বান করা যাইবে। সদস্যের এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে উক্ত সভার কোরাম হইবে।

ঘ) কোরামের অভাবে কোন সভা অনুষ্ঠিত না হইতে পারিলে তিন দিনের নোটিশে পুনরায় সভা আহব্বান করা যাইবে। এইরূপ আহবানকৃত সভায় কোরামের প্রয়োজন হইবে না। তবে সাধারণ সম্পাদিকা এই ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিকট নোটিশ পৌছানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টার প্রমাণ রাখিতে হইবে।

ঙ) নির্বাহী কমিটির সভায় কোন বিষয়ে ভোট হইলে যদি প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান হয় সেই ক্ষেত্রে সভানেত্রীর কাষ্টিং ভোটের মাধ্যমে বিষয়টির নিস্পত্তি করিবেন। কোন গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হইলে তাহা সাধারণ পরিষদের বিশেষ বৈঠকে সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে। সাধারণ পরিষদ উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের ভোটে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

ধারা-১৮ : নির্বাহী কমিটির সদস্যপদ শূণ্য ও পূরণ:

ক) নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের কার্যকালের মধ্যে কোন পদ শূণ্য হইলে সেই শূণ্য পদ নিম্নলিখিত উপধারা সমূহে বর্ণিত পদ্ধতিতে পূরণ হইবে।

খ) কোন কারণে সভানেত্রী পদ শূণ্য হইলে সরকার কর্তৃক নতুন সভানেত্রী নিয়োগ না করা পর্যন্ত সময়ে সিনিয়র সহ-সভানেত্রী অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে পরবর্তী সহ-সভানেত্রী ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

গ) নির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তা বা সদস্য সাধারণ সম্পাদিকাকে লিখিতভাবে অবহিত না করিয়া যদি পরপর ৩(তিন) টি সভায় অনুপস্থিত থাকে তবে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক উক্ত কমিটিতে তাহার সদস্যপদ বাতিল করা যাইবে। সকল ক্ষেত্রে ২(দুই) সভায় অনুপস্থিত কর্মকর্তা/সদস্যকে সভানেত্রীর অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদিকা তৃতীয় সভায় উপস্থিতির জন্য সতর্ক করিয়া লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন। তৃতীয় সভায় উক্ত সদস্য অনুপস্থিত থাকিলে তদপরবর্তী যে কোন সভায় নির্বাহী কমিটি উক্ত কর্মকর্তা সদস্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

ঘ) নির্বাহী কমিটির যে কোন পদ পদত্যাগ , মৃত্যু, অপসারণ কিংবা অন্য কোন কারণে শূণ্য হইলে সেই ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটি নিজ সদস্য অথবা কাউন্সিলারদের মধ্য হইতে উক্ত পদ পূরণ করিতে পারিবে।

ধারা-১৯ : নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

ক) সভানেত্রী: তিনি সংস্থার নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ পরিষদের সকল সভার সভাপতিত্ব করিবেন এবং সংস্থার সকল কাজকর্মে দিক নির্দেশনা প্রদান করিবেন। সকল কর্মকর্তা ও নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে এবং কাজে কর্মে পরামর্শ ও নির্দেশ দিবেন।

১. সংস্থার কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিবেন। সংস্থার আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ়করণ ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধের নিশ্চয়তা বিধান করিবেন।

২. সভানেত্রী কোন একটি কাজে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ব্যয় করার নির্দেশ দিতে পারিবেন। পরবর্তী নির্বাহী কমিটির সভায় এই অর্থ ব্যয়ের ঘটনাত্তোর অনুমোদন নিতে হইবে। আবর্তক ব্যয় ব্যতীত এর অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে হইলে নির্বাহী কমিটির পূর্ব অনুমোদন লাগিবে। অনুমোদিত প্রশিক্ষণ শিবির, কোন প্রতিযোগিতার আয়োজনে কিংবা বিদেশে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

খ) সিনিয়র সহ-সভানেত্রী: সভানেত্রীর অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভানেত্রী সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। সভানেত্রী তার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভানেত্রীকে সভানেত্রীর দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

গ) সহ-সভানেত্রী: সিনিয়র সহ-সভানেত্রীর অনুপস্থিতে সভায় উপস্থিত সহ-সভানেত্রীদের মধ্যে একজন সভাপতিত্ব করিবেন। সহ-

সভানেত্রীবৃন্দ নির্বাহী কমিটিকে উপযুক্ত পরামর্শ ও নির্দেশনা দিবেন। তাছাড়া সভানেত্রী এবং নির্বাহী কমিটি প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঘ) সাধারণ সম্পাদিকা:

১. সাধারণ সম্পাদিকা সংস্থার প্রধান নির্বাহী। সংস্থার প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও অন্যান্য সকল দৈনন্দিন কাজকর্মের তদারকী তার দায়িত্বে থাকিবে। সংস্থার প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনে সভানেত্রীর অনুমোদনক্রমে তিনি যে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন। নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি স্বীয় দায়িত্ব পালন করিবেন।

২. তিনি কোষাধ্যক্ষের সাথে যুক্তভাবে সংস্থার সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন। সাধারণ সম্পাদিকার আর্থিত ক্ষমতা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৩. সংস্থার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক যে কোন ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করিবেন। নির্বাহী কমিটির পক্ষে কমিটির পূর্ব অনুমোদিত যে কোন চুক্তি, ইজারা দলিল ইত্যাদিতে তিনি স্বাক্ষরদান করিবেন। সংস্থার কাজকর্মের ব্যাপারে নির্বাহী কমিটির নিকট তার জবাবদিহিতা থাকিবে।

ঙ) যুগ্ম-সম্পাদিকা: যুগ্ম-সম্পাদিকা (সাধারণ) সম্পাদিকার দৈনন্দিন কাজকর্মে এবং যুগ্ম-সম্পাদিকা (ক্রীড়া) বৎসরব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজে সাধারণ সম্পাদিকাকে সহায়তা দিবেন এবং নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব

পালন করিবেন। সাধারণ সম্পাদিকার অনুপস্থিতিতে কমিটি যুগ্ম-সম্পাদিকাদের মধ্যে একজনকে সাধারণ সম্পাদিকার দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

চ) কোষাধ্যক্ষ :

১. কোষাধ্যক্ষ সাধারণ সম্পাদিকার সহযোগিতায় সংস্থার আয় ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্বাহী কমিটিকে পরামর্শ দিবেন। লেনদেনের ব্যাপারে কোন অনিয়ম যেন না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ পরিষদের সভায় সংস্থার বাজেট, অডিট রিপোর্ট ও আর্থিক বিষয়ক প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবেন।

২. আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত সকল দলিল ও কাগজপত্রে কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর থাকিবে। তিনি সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদিকার সহিত পরামর্শ করিয়া বাৎসরিক বাজেট ও আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করিবেন। সংস্থার লেনদেন সংক্রান্ত সকল নির্বাহী কমিটির কাছে তার জবাবহিদিতা থাকিবে।

৩. সাধারণ সম্পাদিকার সাথে যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংকের হিসাব ও চেক বই পরিচালনা করিবেন।

ছ) সদস্য:

সদস্যগণ নির্বাহী কমিটির সকল কার্যে সহযোগিতা প্রদান এবং যুগোপযোগী পরামর্শ দিবেন। ইহা ছাড়া নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন দায়িত্ব পালন করিবেন।

ধারা -২০ : পদত্যাগ, অপসারণ ও সদস্যপদ বাতিল:

ক) নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য অথবা সংস্থার কোন কর্মকর্তা সভানেত্রীকে সম্বোধন করিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন। সভানেত্রী পদত্যাগ করিতে চাইলে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সম্বোধন করিয়া পদত্যাগপত্র পেশ করিবেন এবং সংস্থাকে অবহিত করিবেন।

খ) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র বিরোধী বা সংস্থার স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের কারণে কেউ নির্বাহী কমিটি/সাধারণ পরিষদ কর্তৃক শাস্তি প্রাপ্ত হইলে তাহার সদস্য পদ বাতিল হইবে।

গ) কেউ স্বোচ্ছায় বা অন্য কোন কারণে পদত্যাগ করিলে বা পরপর তিন সভায় কারণ ব্যতীত অনুপস্থিত সকল সদস্য পদ বাতিল হইবে।

ধারা-২১ : তহবিল ও অর্থ বছর:

বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সকল তহবিল ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন তফশীল বাণিজ্যিক ব্যাংকে থাকিবে। অর্থ বছর ১ জুলাই থেকে ৩০জুন পর্যন্ত সময় হইবে।

ধারা-২২ : নির্বাচন:

২২.১ নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠন করবে।

২২.২ নির্বাচন কমিশন বিধিমালা প্রণয়ন, সিডিউল প্রদান, কাউন্সিলার চূড়ান্ত করণ সহ যাবতীয় কার্যাদি পালন পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিবে।

২২.৩ এই গঠনতন্ত্র অন্যত্র অনুচ্ছেদে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে যাহাই বর্ণনা করা থাকুক, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে বার্ষিক সাধারণ

সভা কিংবা বিশেষ সাধারণ সভা ছাড়াও ভোটারদের নির্দিষ্ট স্থানে আহ্বানপূর্বক নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।

ধারা-২৩ : গঠনতন্ত্র সংশোধন:

গঠনতন্ত্রের কোন ধারা, উপ-ধারা বা কোন বিধি সংশোধন করিতে হইলে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা বিশেষ সভা ডাকিতে হইবে। প্রস্তাবিত সংশোধনী একুশ দিন আগে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভার নোটিশের সঙ্গে সদস্যদের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। মোট সদস্যের ৫০% (অর্ধেকের) বেশি সদস্যের উপস্থিতি এবং উপস্থিত সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে সংশোধনী পাশ করা যাইবে।

ধারা-২৪ : আপীল:

অত্র গঠনতন্ত্রের ধারা/বিধি/উপ-বিধি অনুসারে দন্ডিত/শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি বা দল তাদের উপর আরোপিত সিদ্ধান্তের বিষয়ে পর্যায়ক্রমে নিবহী কমিটি ও সাধারণ পরিষদে আপীল দায়ের করিতে পারিবে। সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। এ বিষয়ে অন্য কোন কর্তৃপক্ষের আশ্রয় নেওয়া যাইবে না।

ধারা-২৫ : গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা:

গঠনতন্ত্রের কোন ধারা উপ-ধারা বা বিধির নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে সাধারণ পরিষদের পরবর্তী সভা পর্যন্ত নিবহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে ইতোমধ্যে গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বা সম্পাদিত কোন

কাজ অবৈধ বা বিধি বহির্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে না যদিও নতুন ব্যাখ্যার আলোকে যে কোন অসংগতি ভবিষ্যতের জন্য সংশোধন করিতে হইবে। বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার আওতাধীন সংস্থা সমূহের কার্যক্রম এই গঠনতন্ত্রের বর্ণিত ধারা, উপ-ধারা, বিধি, উপ-বিধি অনুসারে পরিচালিত হইবে।

ধারা-২৬ : সযুক্ত সংগঠনের কার্যক্রম:

৬ ধারায় উল্লেখিত সংস্থা সমূহ বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সহিত সরাসরি অন্তর্ভূক্ত। একই ভাবে প্রতিটি জেলা বিভাগ এর অন্তর্ভূক্ত। ঐ সমস্ত সংস্থার কার্যক্রম অত্র সংগঠনের বর্ণিত ধারা অনুসারে বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার তত্ত্বাবধায়নে পরিচালিত হইবে।

ধারা-২৭ : সংযুক্ত সংগঠনের প্রণালী:

৬ ধারায় উল্লেখিত প্রতিটি মহিলা ক্রীড়া সংস্থার একটি সাধারণ পরিষদ ও একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে।

ধারা-২৮ : ৬ ধারায় উল্লেখিত ক্রীড়া সংস্থার গঠন প্রণালী:

৬ ধারায় উল্লেখিত বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা ও উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার গঠন প্রণালী: (স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্রের আলোকে তৈরী)

ধারা-২৮:১ : বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র

অনুচ্ছেদ-১

সংজ্ঞা ও পরিধি : বিভাগীয় মহিলা সংস্থা বলিতে প্রশাসনিক বিভাগের বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা বুঝাইবে।

অনুচ্ছেদ-২

পতাকা ও নমুনা : প্রতিটি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার নিজস্ব পতাকা থাকিবে। বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই পতাকা তৈরি করা হইবে।

অনুচ্ছেদ-৩

প্রধান কার্যালয় : বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার প্রধান কার্যালয় বিভাগীয় সদরে অবস্থিত বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে বা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে হইবে।

অনুচ্ছেদ-৪

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী: সংস্থার উদ্দেশ্য ও কার্যালী নিম্নরূপ-

১) বিভাগ ব্যাপী মহিলাদের খেলাধূলার উন্নয়ন, প্রসার ও সমন্বয় সাধন করা।

২) বিভাগ পর্যায়ে মহিলা খেলাধূলার প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করা।

৩) বিভাগ পর্যায়ে বিভিন্ন খেলায় আন্তঃজেলা মহিলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান ও সংগঠন।

৪) বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া দলসমূহের জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।

৫) যে কোন জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের বিধিমালা অনুযায়ী তাঁদের আঞ্চলিক বা বিভাগীয় মহিলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান ।

৬) অনুমোদিত ক্রীড়া সমিতি/সংস্থা সমূহের মধ্যে সুষ্ঠু শৃঙ্খলা নিশ্চত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৭) বিভিন্ন পরিষদ ও উপ-পরিষদ গঠন করা এবং তাহাদের করণীয় বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করা ।

৮) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত বিভিন্ন খেলায়/ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।

৯) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃকজারীকৃত নির্দেশাবলী পালনার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১০) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হইতে জারীকৃত নির্দেশাবলী পালনার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

অনুচ্ছেদ- ৫

অন্তর্ভূক্তিকৃত সংস্থা: জেলা মহিলাক্রীড়া সংস্থা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সহিত সরাসরি অন্তর্ভূক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-৬

জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা:

ক) প্রতিটি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা সকল জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার (ফেডারেশন) অন্তর্ভূক্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই সমস্ত সংস্থার আঞ্চলিক প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিবে।

খ) প্রতিটি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার অন্তর্ভূক্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই সংস্থার আঞ্চলিক প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিবে।

অনুচ্ছেদ-৭

ক. বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার পরিষদ: নিম্নোক্তভাবে প্রতিটি বিভাগীয় মহিলা সংস্থার একটি সাধারণ পরিষদ থাকিবে:

১) বিভাগীয় কমিশন কর্তৃক মনোনীত একজন স্থানীয় মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব সংস্থার সভানেত্রী হইবেন।

২) উপ-পুলিশ মহা-পরিদর্শক (ডি.আই.জি রেঞ্জ) মনোনীত মহিলা পুলিশ কর্মকর্তা।

৩) মহানগর পুলিশ কমিশনারদের মনোনিত ১ জন মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব।

৪) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারদের মনোনীত মহিলা পুলিশ কর্মকর্তা।

৫) বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকা (এডহক কমিটির নয়)।

৬) জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকাগণ।

৭) অন্তর্ভূক্তিকৃত প্রতিটি জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা হইতে ৩ জন করিয়া প্রতিনিধি যাহাদের মধ্যে ন্যূনপক্ষে ১ জন বিশিষ্ট মহিলা ক্রীড়াবিদ/ ক্রীড়া সংগঠক হইতে হইবে। সংশ্লিষ্ট পরিষদ উক্ত ৩ জনকে মনোনয়ন প্রদান করিবে।

৮) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিভাগীয় উপ-পরিচালক।

৯) বিভাগে অবস্থিত প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন করিয়া প্রতিনিধি (মাননীয় উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত মহিলা ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ)।

১০) বিভাগে অবস্থিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ১ জন মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব।

১১) জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভানেত্রী কর্তৃক মনোনীত উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা ৫জন সাধারণ সম্পাদিকা।

১২) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনধিক ৭ জন আন্তর্জাতিক /জাতীয় পুরস্কার /পদক প্রাপ্ত খ্যাতিমান ক্রীড়াবিদ/ ক্রীড়া সংগঠক।

অনুচ্ছেদ-৮

কার্যনির্বাহী পরিষদ: নিম্নোক্তভাবে প্রতিটি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হইবে।

সভানেত্রী: ১জন- বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব।

সহ-সভানেত্রী: ৬জন- ১) উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক (ডি.আই.জি রেঞ্জ) মনোনিত মহিলা পুলিশ কর্মকর্তা ১ জন।

২) মহানগর পুলিশ কমিশনার মনোনীত মহিলা পুলিশ কর্মকর্তা ১ জন।

৩) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারদের মনোনীত মহিলা কর্মকর্তা ১ জন।

৪) সাধারণ পরিষদের সদস্য হইতে নির্বাচিত ৩ জন।

সাধারণ সম্পাদিকা: ১ জন (নির্বাচিত)

সহ-সাধারণ সম্পাদিকা: ১ জন (নির্বাচিত)

যুগ্ম সম্পাদিকা: ২জন (নির্বাচিত)

কোষাধ্যক্ষ: ১ জন (নির্বাচিত)

সদস্য:

১) বিভাগের আওতাধীন জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকাগণ (পদাধিকার বলে)।

২) সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্য হইতে (পদাধিকার বলে সদস্য নয় এমন সদস্যগণের মধ্যে হইতে) ৫ জন (নির্বাচিত)।

৩) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিভাগীয় উপ-পরিচালক (পদাধিকার বলে) কিন্তু তাহার কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভানেত্রী ১ জন অফিস সেক্রেটারী ও আবশ্যকমত অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিবেন। তাহাদের শর্তাবলী কার্যনিবাহী পরিষদ নির্ধারণ করিবে।

অনুচ্ছেদ-৯

নির্বাচনী কলেজ ও নির্বাচন: বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদ নির্বাচক মন্ডলী হিসাবে কাজ করিবে। সংস্থার নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিভাগীয় সভানেত্রী বিভাগীয় সদরে কর্মরত যে কোন একজন প্রথম শ্রেণীর অফিসারকে নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ করিবেন। নির্বাচন কমিশনার কমপক্ষে ২১ দিনের নোটিশে নির্বাচন পরিচালনা করিবেন এবং নির্বাচনের প্রজ্ঞাপন জারীর ৭দিনের মধ্যে নির্বাচকমন্ডলীর খসড়া তালিকা প্রকাশ করিবেন। নির্বাচন সংক্রান্ত ওজর-আপত্তি থাকিলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের

চেয়ারম্যান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি/কর্মকর্তা তাহা শুনিবেন এবং নিষ্পত্তি করিবেন। এ বিষয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট আপীল করা যাইবে এবং তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ -১০

কার্যনিবার্হী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব:

ক) সভানেত্রী:

১) তিনি সংস্থার সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

২) তিনি সাধারণ পরিষদের এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের জরুরী এবং মূলতবী সভা আহবান করিতে পারিবেন।

৩) কার্যনির্বাহী পরিষদের সহিত আলোচনাক্রমে তিনি সংস্থার প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগ করিবেন।

৪) কর্মকর্তাদের মধ্যে কাহারো মৃত্যু হইলে নিয়মানুসারে উক্ত পদ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সভাপতি উক্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সদস্যার উপর ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

খ) সহ-সভানেত্রী:

সভানেত্রী অনুপস্থিতিতে সহ-সভানেত্রী সভানেত্রীর সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

গ) সাধারণ সম্পাদিকা:

১) সভানেত্রী অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদিকা সভা আহবান করিবেন।

২) সভানেত্রী সহিত আলোচনাক্রমে তিনি নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবেন।

৩) সভানেত্রী মহোদয়ার অনুমোদনক্রমে তিনি তাঁহার কাজের আংশিক অথবা সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব দুইজন অথবা যে কোন একজন যুগ্ম-সম্পাদিকার উপর ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

৪) তিনি সংস্থার যাবতীয় নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সিদ্ধান্ত অনুসারে পত্রালাপ করিবেন এবং প্রতিনিধিত্ব করিবেন ও প্রশাসনিক প্রধান থাকিবেন।

ঘ) সহ-সাধারণ সম্পাদিক: সাধারণ সম্পাদিকার অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদিকার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। সাধারণ সম্পাদিকা দেশের বাহিরে গেলে বা অসুস্থ্যতার কারণে ১ মাসের অধিক দায়িত্ব পালন না করিতে পারিলে সভানেত্রীর সাথে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত লইয়া সাধারণ সম্পাদিকার উপর প্রদত্ত আর্থিক ও অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঙ) যুগ্ম-সম্পাদিকা: সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদিকা কর্তৃক দেওয়া দায়িত্ব সমূহ পালন করিবেন।

চ) কোষাধ্যক্ষ:

১) তিনি সংস্থার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্রের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করিবেন।

২) প্রচলিত আর্থিক নিয়ম এবং ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশাবলী অনুসারে সংস্থার বাজেট বরাদ্দের সহিত সংগতি রাখিয়া যাবতীয় ব্যয়ের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ও নিশ্চিত করিবেন।

অনুচ্ছেদ-১১

কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যদের অপসারণ:

১) অসদাচরণ, ক্ষমতার অপব্যবহার অথবা ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত হইলে কারণ দর্শানোর সুযোগ দান করিয়া কার্বনিবার্হী পরিষদের বিশেষ সভায় অধিকাংশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোন কর্মকর্তা/সদদ্যাকে অপসারণ করা যাইবে। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/সদস্যা বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার নিকট আপীল করিতে পারিবেন। কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। তবে বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সিদ্ধান্তের সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এই আপীল দায়ের করিতে হইবে। অন্যথায় আপীল গ্রহণযোগ্য হইবে না।

২) বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কোন কর্মকর্তা বা সদস্য গ্রহণযোগ্য কোন কারণ না দর্শাইয়া সংস্থার পরপর তিনটি সভায় হাজির হইতে ব্যর্থ হইলে তিনি সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কর্মকর্তা/সদস্য পদ হইতে অপসারিত হইবেন।

৩) নিম্নোক্ত কারণ সমূহে সদস্যপদ বিলুপ্ত হইবে:

ক) মৃত্যু খ) অপসারণ গ) পদত্যাগ ঘ) শারীরিক অথবা মানসিক অপারগতা ঙ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে একাধিকক্রমে ৬ (ছয়) মাসের উর্ধ্বে বিদেশে অবস্থান করিলে।

৪) মেয়াদ: সংস্থার কর্মকর্তা ও সদস্যদের কার্যকাল নির্বাচনের মনোনয়নের তারিখ হইতে চার বৎসর স্থায়ী হইবে। তবে পদাধিকার বলে যাহারা সদস্য/কর্মকর্তা হইবেন তাহাদের ক্ষেত্রে এই সময়সীমা প্রযোজ্য হইবে না।

অনুচ্ছেদ-১২

সংস্থার তহবিল: সংস্থার যাবতীয় বিভাগীয় সদরে অবস্থিত যে কোন তফসিল সরকার অনুমোদিত ব্যাংকে জমা থাকিবে। সাধারণ সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষের যুগ্ম স্বাক্ষরে তহবিল পরিচালিত হইবে। তাহাদের যে কোন এক জনের অনুপস্থিতিতে সভানেত্রী স্বাক্ষর করিবেন।

অনুচ্ছেদ-১৩

পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষণ: বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা নিম্নলিখিত পন্থায় পরির্দশন করা হইবে-

ক) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা (পরিচালক পদমর্যাদার নীচে নয়) অথবা সদস্য, বিজ্ঞপ্তি দিয়া বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

খ) বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদ/নিবাহী পরিষদ কোন অনুমোদিত হিসাব নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান অথবা বিভাগে কার্যরত কোন সরকারী /আধাসরকারী হিসাব নিরীক্ষণ কর্মকর্তা দিয়া প্রতি বৎসরান্তে হিসাব নিরীক্ষণ করাইবেন।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক বিশেষ হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিবে।

অনুচ্ছেদ- ১৪

আর্থিক বৎসর:

১ জুলাই হইতে ৩০ জুন সংস্থার আর্থিক বৎসর গণনা করা হইবে। কার্যনিবহী পরিষদের মেয়াদ ৪ (চার) বৎসর হইবে। কার্যনিবহী পরিষদের প্রথম বৈঠকের দিনকে কার্যভার গ্রহণের দিন হিসাবে গণ্য করা হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৫

খেলোয়াড়দের রেজিষ্ট্রেশন: জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন বিষয়ের মহিলা খেলোয়াড়দের বিভাগীয় মহিলা সংস্থার মাধ্যমে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন /সংস্থা সমূহের দেয় বিধি ও উপ-বিধি অনুসারে রেজিষ্ট্রেশন করা যাইতে পারে।

অনুচ্ছেদ-১৬

১। বিধি ও উপ-বিধি: বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা গঠনতন্ত্রের সাথে সংগতি রাখিয়া যে কোন বিধি ও উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। তবে কমিটির ২/৩ ভাগ সদস্যের অনুমোদন থাকিতে হইবে।

২। সভার নিয়মাবলী :

ক) বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সভা, বাজেট সভা কমপক্ষে ১০ দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে। এর জরুরী বা বিশেষ বিশেষ সভা কমপক্ষে ৩ দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে।

খ) নির্বাহী কমিটির নির্বাচনী সভা, সাধারণ সভা, যথাক্রমে ৭ দিন, ৫দিন ও ৩ দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে।

গ) কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তে সদস্যগণ সমভাবে বিভক্ত হইলে সভানেত্রী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন।

অনুচ্ছেদ-১৭

সংশোধনী নির্দেশ :

১) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের এই গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা বা উপ-ধারা সংশোধনী /রহিতকরণের এখতিয়ার থাকিবে।

২) কোন বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা এই গঠনতন্ত্রের ধারা সমূহের পরিপন্থি কোন বিধি বা উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে না। যে

কোন সময় তাহা করিলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মূলে বাতিল করা যাইবে। এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোন আপীলের সুযোগ থাকিবে না।

অনুচ্ছেদ-১৮

অন্তর্ভূক্তকৃত মহিলা ক্রীড়া সমিতি /সংস্থাকে বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থায় বাৎসরিক ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা অন্তর্ভূক্ত ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৯

বিবিধঃ

১) অত্র গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নাই এমন কোন বিষয়ের উদ্রেক হইলে বা ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন হইলে বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনিবার্হী কমিটির পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নিতে পারিবে।

২) অত্র গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপ-ধারা ব্যাখ্যাকল্পে মতানৈক্য দেখা দিলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এই বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক এই মতানৈক্য নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করা যাইবে না।

ধারা-২৮:২ : জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্রঃ

অনুচ্ছেদ-১

নাম ও অধিক্ষেত্রঃ এই গঠনতন্ত্র অতঃপর গঠনতন্ত্র নামে অভিহিত যাহা (জেলার নাম) জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের গঠনতন্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-২

সংজ্ঞা ও পরিধি: জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা বলিতে প্রশাসনিক জেলার জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা বুঝাইবে।

অনুচ্ছেদ-৩

পতাকা ও নমুনা: জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার নিজস্ব পতাকা থাকিবে জেলার নাম, জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার পতাকার নমুনা ইত্যাদি জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ধারায় বিধৃত করিবে।

অনুচ্ছেদ-৪

প্রধান কার্যালয়: জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার প্রধান কার্যালয় জেলা সদরে অবস্থিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-৫

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী :

১) জেলা ব্যাপী মহিলাদের খেলাধূলার উন্নয়ন, প্রসার ও সমন্বয় সাধন করা।

২) উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা সমূহের অন্তর্ভূক্তি মঞ্জুরীকরণ।

৩) খেলাধূলা প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করা।

৪) খেলাধূলার মান উন্নীতকরণ।

৫) জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন খেলায় আন্তঃ উপজেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান ও সংগঠন।

৬) প্রখ্যাত/প্রতিভাবতী অথচ দরিদ্র ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের অথবা তাদের পরিবারের কল্যাণের ব্যবস্থা করা।

৭) ক্রীড়া সংক্রান্ত বই/সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।

৮) জেলা পর্যায়ে মহিলা ক্রীড়া বিষয়ক সম্মেলন ও আলোচনা সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

৯) বিভিন্ন পরিষদ ও উপ-পরিষদ গঠন করা ও তাহাদের বিচার্য/ করণীয় বিষয় নির্ধারণ করা।

১০) জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী অর্জনে /সম্পাদনের জন্য এবং জাতীয় ফেডারেশন সমূহ হইতে জারীকৃত নির্দেশাবলী পালনার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১১) জাতীয় ক্রীড়ানীতির আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

অনুচ্ছেদ-৬

অন্তর্ভূক্তিকৃত সংস্থা: উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা সমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সহিত সরাসরি অন্তর্ভূক্ত থাকিবে এবং অন্তর্ভূক্তি ফি হিসাবে বার্ষিক ৩০০/- (তিনশত) টাকা মহিলা ক্রীড়া সংস্থাকে প্রদান করিবে।

অনুচ্ছেদ-৭

জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা: প্রতিটি জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা ফেডারেশন সমূহের অন্তর্ভূক্ত (এফিলিয়েটড) থাকিবে।

অনুচ্ছেদ-৮

জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদ: প্রতিটি জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার একটি সাধারণ পরিষদ থাকিবে।

১) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনিত একজন মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব সভানেত্রী হইবেন।

২) পুলিশ সুপার /মনোনীত একজন মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব।

৩) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের মনোনীত একজন মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব।

৪) জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকা (এডহক কমিটির নয়)।

৫) উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকাবৃন্দ (পদাদিকার বলে)।

৬) অর্ন্তভূক্তিকৃত যে সমস্ত ক্লাব /সমিতি পরিষদ গঠনের "পূর্ব পর্যন্ত" পর পর ২ বছর জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করিয়াছে বা করে ঐ সকল ক্লাব যদি নূন্যপক্ষে প্রতি বছর ৩টি পূর্ণ লীগ খেলায় অংশ নেয় তবে ২ (দুই) জন প্রতিনিধি এবং পর পর ২(দুই) বছরের প্রতি মৌসুমে ২টি বা ১টি পূর্ণ লীগ খেলায় অংশ নেয় তবে ১ (এক) জন প্রতিনিধি পাইবে।

ক) সাধারণ পরিষদে ক্লাব/সমিতির প্রতিনিধির ক্ষেত্রে ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, ভলিবল, হ্যান্ডবল, কাবাডি, খো-খো ইত্যাদি দলগত লীগ খেলার যে কোন একটিতে নূন্যপক্ষে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার উপরোক্ত দলগত খেলাগুলির যে কোন ৩টি লীগ খেলার আয়োজন করিতে পারে। উপরোক্ত দলগত খেলা ব্যতীত দাবা, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, সাঁতার, এ্যাথিলেটিক্স ইত্যাদি খেলার লীগ/টুর্নামেন্টের ৩টিতে অংশ নিলে ক্লাব সমিতি একজন প্রতিনিধি পাইবে।

৭) সাধারণ সম্পাদিকার সহিত আলোচনাক্রমে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ঐ জেলার ২ জন বিশিষ্ট মহিলা ক্রীড়াবিদ (যিনি অন্ততঃ ৩ বৎসর জেলার লীগ খেলায় অংশগ্রহণ করিয়াছেন) ও ১ জন মহিলা ক্রীড়া সংগঠক (যিনি কোন ক্রীড়া সংগঠনের পরিচালনা পরিষদের সদস্য হিসাবে অন্ততঃ ৩ বৎসর জেলার লীগ খেলার অংশগ্রহণ করিয়াছেন) ও ১ জন মহিলা ক্রীড়া সংগঠক (যিনি কোন ক্রীড়া সংগঠনের পরিচালনা পরিষদের সদস্য হিসাবে অন্ততঃ ১০ বৎসর

দায়িত্ব পালন করিয়াছেন) এবং ২ জন মহিলা ক্রীড়া অনুরাগী প্রতিযোগিতা/ক্রীড়া উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন /করেন)।

৮) আনসার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা এডজুট্যান্ট, জেলা ক্রীড়া অফিসার ও জেলা শিক্ষা অফিসার।

৯) জেলা সদরের পৌরসভার চেয়ারম্যান তাঁহার মনোনীত মহিলা প্রতিনিধি (ক্রীড়ানুরাগী)।

১০) জেলা চেম্বার অব কমার্স-এর সভাপতি মনোনীত প্রতিনিধি ১ জন (মহিলা ক্রীড়ানুরাগী)।

১১) এককালীন ১ (এক) লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন এরূপ যে কোন সংখ্যক সদস্য। (যে বৎসর দান করিয়াছেন কেবল মাত্র সেই বৎসরের জন্য সদস্য হইবেন অর্থাৎ পরবর্তী নির্বাচনী ভোট দেওয়ার জন্য নির্বাচনী কলেজভূক্ত হইবেন)।

১২) অধ্যক্ষ, মেডিকেল খলেজ মনোনীত ১ জন মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব (যেই জেলার জন্য প্রযোজ্য)।

১৩) সিভিল সার্জন কর্তৃক মনোনীত ১ জন সরকালী মহিলা ডাক্তার।

১৪) যে কোন উদ্যোগী সংস্থা/ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কম পক্ষে ১ (এক) লক্ষ টাকা জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক কোন খেলার আয়োজনে / জেলা মহিলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার উন্নয়নে ব্যয় করিবেন সেই সংস্থার /সংস্থার সমূহের একজন করিয়া প্রতিনিধি (যেই মেয়াদে এইরূপ অর্থ ব্যয় করিবেন, কেবল মাত্র সেই মেয়াদের জন্য সদস্য পদ প্রযোজ্য হইবে অর্থাৎ পরবর্তী নির্বাচনে ভোটাধিকার থাকিবে)।

অনুচ্ছেদ-৯

কার্যনির্বাহী পরিষদঃ

উপদেষ্টা : ১জন- জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব।

সভানেত্রী : ১জন- জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব।

সহ-সভানেত্রী : ৬ জন- মহানগর এলাকার জেলার জন্য প্রযোজ্য (৩ জন মনোনীত, ৩ জন নির্বাচিত)।

১) পুলিশ সুপার/মনোনীত মহিলা পুলিশ কর্মকর্তা।

২) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকদের মনোনীত ১ জন মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব।

৩) মহানগর এলাকার জেলার জন্য মহানগর পুলিশ কমিশনার কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব (অন্যান্য জেলার প্রযোজ্য নয়)।

মহানগর জেলা ব্যতীত অন্যান্য জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থায় ৫ জন সহ-সভানেত্রী থাকিবে।

সাধারণ সম্পাদিকা : ১ জন (নির্বাচিত)।

সহ-সাধারণ সম্পাদিকা : ১ জন (নির্বাচিত)

যুগ্ম-সম্পাদিকা : ২ জন (নির্বাচিত)

কোষাধ্যক্ষ : ১ জন (নির্বাচিত)

সদস্যা : ১৬ জন -২টি সদস্য পদ উপজেলা মহিলা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকাদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

বাকী ১৪টি সদস্য পদ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ করা হবে (পদাধিকার বলে সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ সদস্য নির্বাচিত হইতে পারিবেন)।

অনুচ্ছেদ -১০

সভার নিয়মাবলী:

সভা:

ক) জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদের সভা কমপক্ষে ১০ দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে। ইহার বিশেষ বা জরুরী সভা কমপক্ষে ২দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে।

খ) জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনী সভা, সাধারণ সভা, বিশেষ সভা ও জরুরী সভা যথাক্রমে ৭দিন, ৫ দিন, ৩দিন ও ২৪ ঘন্টার নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে।

গ) 'ক' ও 'খ' উপ-ধারায় উল্লিখিত সভা সমূহে সংস্থার সদস্য সংখ্যার উপস্থিতি ১/৩ অংশ হইলে কোরাম হইবে।

ঘ) কোরামের কারণে অথবা অন্য কোন কারণে যে কোন নিয়মিত সভা মূলতবী থাকিলে পরবর্তীতে উহার জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না। তবে মূলতবী সভার তারিখ ও সময় সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবগত করাইতে হইবে।

ঙ) প্রতিটি সভায় উপস্থিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে সদস্যগণ সমভাবে বিভক্ত

হইলে সভানেত্রী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন। ইহা ব্যতীত সভানেত্রী আর কোন ভোট দিবেন না।

চ) সদস্যদের মতামতক্রমে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োজনবোধে গোপন ব্যালট মারফত করা যাইবে।

ছ) কোন সদস্যের সদস্যপদ নির্বাচন মনোনয়ন বিষয়ে কোন অসুবিধার কারণে সভায় যোগ দিতে ব্যর্থ হইলে তাহার জন্য সভার কার্যাবলী বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যহত হইবে না।

জ) প্রতি বছর জুলাই মাসে/সুবিধাজনক সময়ে সাধারণ পরিষদে বাজেট সভা কমপক্ষে ১০দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে। এই সভায় সংস্থার কোষাধ্যক্ষ সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য বাজেট উপস্থাপন করিবেন।

অনুচ্ছেদ-১১

নির্বাচনী কলেজ ও নির্বাচনী:

ক) কার্যনিবহী পরিষদ গঠনকল্পে সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচক মন্ডলী হিসাবে কাজ করিবেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ল অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন সংস্থার কেহ সদস্য হওয়ার যোগ্য হইবে না এবং সেই প্রেক্ষিতে কার্যনিবহী পরিষদের নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

খ) পূর্বতন কার্যনিবহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ এক মাস পুর্বে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি পরবর্তী কার্যনিবার্হী পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলায় কর্মরত একজন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচ্যসূচীর আলোকে নির্বাচনী সভা আহবান করিয়া তফসীল ঘোষণা করিতে হইবে।

গ) নির্বাচন কমিশনার কমপক্ষে ২১ দিনের নোটিশে নির্বাচন পরিচালনা করিবেন। নির্বাচন কমিশনার একজন রিটার্নিং অফিসার ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করিয়া নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

ঘ) নির্বাচন সংক্রান্ত তফশীল জারীর ৭দিনের মধ্যে নির্বাচক মন্ডলীর খসড়া তালিকা এবং আপত্তি থাকিলে তাহার শুনানী লইয়া ৭দিনের মধ্যে চূড়ান্ত তফসীল প্রকাশ করিবেন।

ঙ) নির্বাচন সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভানেত্রীর নিকট দায়ের করা যাইবে এবং নির্বাচনের জন্য প্রচারিত তফসিলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অভিযোগ সম্পর্কে বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভানেত্রী সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইতে হইবে। বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তফসিল বর্ণিত প্রযোজ্য সময়ের পরে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হইবে না। তবে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভানেত্রী অনধিক ১৫ দিনের জন্য নির্বাচনের কর্মকান্ড স্থগিত করিতে পারিবেন এবং নির্বাচন কমিশনার সেইভাবে তারিখ সমূহ পরিবর্তন করিয়া সকলকে অবহিত করিবেন। বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভানেত্রী কর্তৃক উক্ত সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত না পাওয়া গেলে ঘোষিত তফসীল অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত জেলা ক্রীড়া সংস্থার পূর্বতন কমিটিই কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

২) সভানেত্রীর অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদিকা প্রতি তিন মাসে একবার নিয়মিত সভা, বাৎসরিক সাধারণ সভা এবং সাধারণ পরিষদের সভা আহবান করিবেন। প্রয়োজনে জরুরী সভা /বিশেষ সভা আহবান করিতে পরিবেন।

৩) সভানেত্রীর সহিত আলোচনাক্রমে তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের নীতি নির্বারণী সিদ্ধন্তসমূহ বাস্তবায়ন করিবেন।

৪) সভানেত্রীর গোচরীভূত করিয়া তিনি তাহার কাজের আংশিক অথবা সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব সহ-সাধারণ সম্পাদকের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

৫) তিনি সংস্থার যাবতীয় নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনিক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

৬) বাজেটের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া তিনি দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করিবেন এবং জরুরী প্রয়োজনে ৫ হাজার টাকা ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবেন। ৫ হাজার টাকার অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য সভানেত্রীর অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

ঘ) সহ-সাধারণ সম্পাদিকা:

সাধারণ সম্পাদিকার অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদিকার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। সাধারণ সম্পাদিকা দেশের বাহিরে গেলে বা অসুস্থ্যতার কারণে ১ মাসের অধিক দায়িত্ব পালন না করিতে পারিলে সভানেত্রীর সহিত আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত লইয়া সাধারণ সম্পাদিকার উপর প্রদত্ত আর্থিক ও অন্যান্য দায়িত্বও পালন করিবেন।

ঙ) যুগ্ম -সম্পাদিকা:

সভানেত্রীর সহিত আলোচনাক্রমে সাধারণ সম্পাদিকা কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব সমূহ পালন করিবেন।

অনুচ্ছেদ-১২

কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব:

ক) সভানেত্রী:

১) তিনি সংস্থার সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

২) তিনি সাধারণ পরিষদের এবং নির্বাহী পরিষদের জরুরী সভা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তলবী সভা আহবান করিতে পারিবেন।

৩) কার্যনির্বাহী পরিষদের সহিত আলোচনাক্রমে তিনি সংস্থার প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগ করিবেন।

৪) কর্মকর্তাদের মধ্যে কাহারো মৃত্যু হইলে অথবা কেহ পদত্যাগ করিলে বা অপসারিত হইলে নিয়মানুসারে উক্ত পদ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সভানেত্রী উক্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সদস্যের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

৫) কার্যনির্বাহী পরিষদের সহিত আলোচনাক্রমে সভানেত্রী গঠনতন্ত্রের আলোকে সভা ডাকিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

৬) কোন বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি সহ-সভানেত্রীকে দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

খ) সহ-সভানেত্রী:

সভানেত্রীর অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সভানেত্রী কর্তৃক প্রদত্ত দৈনন্দিন দায়িত্ব পালন করিবেন। সহ-সভানেত্রীগণ যে কোন উপকমিটির সভানেত্রী মনোনীত হইতে পারিবেন।

গ) সাধারণ সম্পাদিকা:

১) সাধারণ সম্পাদিকা সংস্থার প্রশাসনিক ও নির্বাহী দায়িত্ব পালন করিবেন।

চ) কোষাধ্যক্ষ:.

১) তিনি সংস্থার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করিবেন।

২) তিনি প্রচলিত আর্থিক নিয়মানুসারে সংস্থার ব্যয় বরাদ্দের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যাবতীয় ব্যয়ের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করিবেন।

৩) তিনি সংস্থার বাজেট প্রণয়ন করিবেন।

অনুচ্ছেদ-১৩

কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যদের অপসারণ:

১। জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কোন কর্মকর্তা বা সদস্য গ্রহণযোগ্য কোন কারণ না জানাইয়া সংস্থার তিনটি সভায় হাজির হইতে ব্যর্থ হইলে কর্মকর্তা /সদসদ্যপদ হইতে তিনি অপসারিত বলিয়া বিবেচিত হইবেন। তবে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে কারণ দর্শানোর অনুরোধ করিতে হইবে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ এই ব্যাপারে জবাব পাওয়ার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লইবেন।

২। অসদাচরণ, ক্ষমতার অপব্যবহার অথবা ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত হইলে কারণ দর্শানোর সুযোগ দান করিয়া কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত লইয়া যে কোন কর্মকর্তা/সদস্যকে অপসারণ করা যাইবে। তবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুমোদন লইয়া আদেশ জারী করিতে হইবে।

৩। নিম্নোক্ত কারণ সমূহে ও সদস্যপদ বিলুপ্ত হইবে:

ক) মৃত্যু খ) অপসারণ গ) পদত্যাগ ঘ) কার্যনিবাহী পরিষদের সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের মতে শারীরিক অথবা মানসিক অক্ষমতা।

অনুচ্ছেদ-১৪

কার্যনিবহী পরিষদের মেয়াদ ৪ (চার) বৎসর হইবে। কার্যনিবহী পরিষদের প্রথম বৈঠকের দিনকে কার্যভার গ্রহণের দিন হিসাবে গণ্য করা হইবে।

অনুচ্ছেদ -১৫

সংস্থার তহবিল: সংস্থার যাবতীয় তহবিল জেলা সদরে অবস্থিত এক বা একাধিক তফশীলি /সরকার অনুমোদিত ব্যাংকে জমা থাকিবে। সাধারণ সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষ যুগ্ম স্বাক্ষরে তহবিল পরিচালিত হইবে। তাহাদের যে কোন একজনের অনুপস্থিতিতে সভানেত্রী বা তাঁহার কর্তৃক পূর্বে মনোনীত যে কোন একজন সহ-সভানেত্রী স্বাক্ষর করিবেন।

অনুচ্ছেদ-১৬

পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষণ:

১। জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা নিম্ন বর্ণিত পন্থায় পরিদর্শন করা হইবে:

ক) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি বা সভাপতি কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত, পরিষদের পরিচালক পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা অথবা সদস্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়া জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

খ) জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক এবং বিশেষ হিসাব নিম্নলিখিত পন্থায় নিরীক্ষণ করা হইবে:

জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদ /নিবহী পরিষদ কোন অনুমোদিত হিসাব নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান অথবা কর্মরত কোন সরকারী/আধা সরকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হিসাব নিরীক্ষণ করাইবেন।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক বিশেষ হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে পরিবে।

গ) কার্যনিবর্হী পরিষদের সভায় সংস্থার হিসাব-নিকাশ সম্বন্ধে পারদর্শী ৩ (তিন) জন সদস্য লইয়া সংস্থার অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটি গঠন করিতে হইবে। অডিট রিপোর্ট পরবর্তী কার্যনিবার্হী পরিষদের এবং সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

২। অনুমোদিত বাজেট বর্হিভূত অতিরিক্ত খরচ নিবর্হী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের পরবর্তী সভায় অনুমোদন নিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৭

১। ১ জুলাই হইতে ৩০ জুন পর্যন্ত সংস্থার আর্থিক বৎসর গণনা করা হইবে।

২। সংস্থার কর্মকর্তা ও সদস্যদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে ৪ বৎসর স্থায়ী হইবে। কার্যনিবার্হী পরিষদের প্রথম বৈঠকের দিনকে কার্যভার গ্রহণের দিন হিসাবে গণ্য করা হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৮

খেলোয়াড়দের কল্যাণ তহবিল: জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রীড়াবিদ /ক্রীড়া সংগঠক তহবিল গঠন করিবে। চ্যারিটি, প্রদর্শনী কিংবা যে কোন প্রতিযোগিতামূলক খেলা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অথবা অন্যান্য বিনোদনমূলক সম্মত পন্থায় এই তহবিল গঠন করা হইবে।

খেলোয়াড়দের রেজিষ্ট্রেশন: জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন খেলার খেলোয়াড়দেরকে সংস্থার মাধ্যমেই জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন /বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার দেয় বিধি ও উপ-বিধি অনুসারে রেজিষ্ট্রেশন করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-২০

বিধি ও উপ-বিধি: জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা এই গঠনতন্ত্রের সহিত সংগতি রাখিয়া যে কোন বিধি ও উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পরিবে। তবে এর জন্য

নির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতির প্রয়োজন হইবে।

অনুচ্ছেদ-২১

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিশেষ ক্ষমতা:

১। এই গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা বা উপ-ধারা সংশোধন/রহিতকরণের এখতিয়ার জাতীয় পরিষদের থাকিবে।

২। কোন বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা/জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা এই আদর্শ গঠনতন্ত্রের ধারা সমূহের পরিপন্থি কোন বিধি বা উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পরিবে না।

৩। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কোন জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচনের তফশীলবিহীন মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি বাতিল করিয়া সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অনুধিক ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠনের দায়িত্ব প্রদান করিবে।

৪। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি যদি কোন জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যকলাপ 'সন্তোষজনক নয়' মর্মে বিবেচনা করে তাহা হইলে যথাযথ তদন্তপূর্বক ঐ সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল করিতে পারিবে। বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ দ্বারা গঠিত কমিটি (পরিচালক পদ মর্যাদার নীচে নয় এমন কর্মকতাদের দ্বারা গঠিত) এই তদন্ত করিবে। তবে কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিলের অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভানেত্রী নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত না হওয়ার ক্ষেত্রে জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভানেত্রী জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভাপতির অনুমোদনক্রমে অনধিক ১৫সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠন করিবেন। উক্ত এডহক

কমিটিতে পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করিবেন। সভানেত্রী সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টনের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

অনুচ্ছেদ-২২

অন্তর্ভূক্তিকৃত ক্রীড়া সমিতি/প্রতিষ্ঠানকে জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থায় বাৎসরিক ৩০০/- (তিনশত) টাকা মাত্র অন্তর্ভূক্তি ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-২৩

বিবিধ:

১) অত্র গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নাই এমন কোন বিষয়ের উদ্রেক হইলে বা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হইলে জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নিতে পারিবে।

২) অত্র গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপ-ধারা ব্যাখ্যাকল্পে মতানৈক্য দেখা দিলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এই বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক এই মতানৈক্য নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করা যাইবে না।

ধারা-২৮:৩ : উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র:

অনুচ্ছেদ-১

উদ্দেশ্য:

১) খেলাধূলার মাধ্যমে শরীর ও মনের উন্নতির ভারসাম্য আনয়ন করা।

২) খেলাধূলার মান উন্নয়নকল্পে শরীরচর্চা এবং ক্রীড়ামোদীদের কল্যাণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩) খেলাধূলার মাধ্যমে যুব শক্তির ব্যবহার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ও সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি গ্রহণ করা।

৪) অধিক সংখ্যক ক্রীড়া সংগঠক সৃষ্টি এবং ক্রীড়া সংস্থাগুলোকে সক্রিয় করিয়া তোলা।

৫) সরকারী-বেসরকারী সংস্থাগুলোকে খেলাধূলার পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা।

৬) ক্রীড়াঙ্গণের উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য বিশেষ জোর দেওয়া।

৭) আদর্শ গঠনতন্ত্রের সাথে সমন্বয় রাখিয়া আঞ্চলিক সংস্থার জন্য উপ-বিধিসমূহ প্রণয়ন করা।

৮) জাতীয় ক্রীড়ানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং খেলাধূলার বৃহত্তর স্বার্থে যে কোন গঠনমূলক কর্মসূচী প্রণয়ন করা।

৯) খেলার মাঠ, স্টেডিয়াম ও অন্যান্য ভেন্যু স্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো এবং এই উদ্দেশ্যে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে সহায়তা প্রদান।

অনুচ্ছেদ-২

উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সীমানাঃ

উপজেলা ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা সীমাবদ্ধ থাকিবে।

অনুচ্ছেদ-৩

দায়িত্ব কার্যাবলীঃ

উপ-ধারা-১: উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন খেলার প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করা এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন পর্যায়ে অংশগ্রহণ করা।

উপ-ধারা-২: আর্থিক অনটনগ্রস্থ ক্রীড়া সংগঠক, কৃতি ক্রীড়াবিদদের বিভিন্ন ধরণের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা।

উপ-ধারা-৩: আওতাভুক্ত ক্রীড়া সংস্থা সমূহের জন্য মঞ্জুরী বা অনুদানের ব্যবস্থা করা।

উপ-ধারা-৪: খেলাধূলার বই, ম্যাগাজিন, বুলেটিন, প্রচারপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা ।

উপ-ধারা-৫: বিভিন্ন ক্রীড়ার উপর আলোচনা সভার আয়োজন করা।

উপ-ধারা-৬: আওতাভূক্ত ক্রীড়া সংস্থা সমূহের মধ্যে যাহাতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপ-ধারা-৭: খেলাধূলা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন এবং তাহাদের কার্যপরিধি নিরূপন করা।

উপ-ধারা-৮: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং উর্ধ্বতন ক্রীড়া সংস্থার নির্দেশ মোতাবেক অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।

উপ-ধারা-৯: উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

উপ-ধারা-১০: উপজেলায় অবস্থিত বিভিন্ন মহিলা ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন (Affiliation) দান।

উপ-ধারা-১১: খেলার মাঠ, সাঁতার পুকুর ও অন্যান্য ক্রীড়াঙ্গন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

উপ-ধারা-১২: বিদ্যালয়, মহা-বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া বিকাশ ও উন্নয়নে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করা।

উপ-ধারা-১৩: সরকার তথা ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ক্রীড়া সুবিধাদি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কার্যকরী সহায়তা প্রদান করা।

অনুচ্ছেদ-৪

সংস্থার অনুমোদন ও সভানেত্রী:

উপ-ধারা-১: উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে সংশ্লিষ্ট জেলা সংস্থার অনুমোদন নিতে হইবে।

উপ-ধারা-২: উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার একটি সাধারণ কাউন্সিল থাকিবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মনোনীত মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব পদাধিকার বলে সংস্থার সভানেত্রী থাকিবেন। এই সাধারণ কাউন্সিল উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচক মন্ডলী (Eliectroral College) হিসাবে কাজ করিবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিজে বা তাহার মনোনীত সংশ্লিষ্ট উপজেলার কোন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা নির্বাচন করিবেন।

উপ-ধারা-৩: উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন সংক্রান্ত আপত্তি জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভানেত্রী শুনিবেন এবং তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-৫

সংস্থার গঠন প্রণালী:

উপ-ধারা-১: উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে:

১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন স্থানীয় মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব সংস্থার সভানেত্রী হইবেন।

২) উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ১ জন করিয়া মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব।

৩) উপজেলার প্রত্যেক অনুমোদিত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা কলেজের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ অথবা প্রতিনিধি হিসাবে একজন ক্রীড়া শিক্ষক/ক্রীড়া শিক্ষিকা।

৪) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ২ জন মহিলা ক্রীড়াবিদ ও ২ জন মহিলা ক্রীড়া সংগঠক।

৫) উপজেলার অভ্যন্তরে সকল পৌরসভার চেয়ারম্যান মনোনীত মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব।

৬) উপজেলার মহিলা ক্রীড়ার উন্নয়নে বা কোন খেলায় অন্ততঃ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করিয়াছেন এইরূপ কোন ক্রীড়ানুরাগী মহিলা।

৭) উপজেলা শিক্ষা অফিসার মহিলা, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মহিলা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহিলা, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা মহিলা, উপজেলা সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকৌশলী (মহিলা)।

৮) উপজেলা মহিলা ক্রীড়ার সংস্থার তত্ত্বধানে নিয়মিত খেলাধূলা করে এমন সব ক্লাবের একজন করিয়া প্রতিনিধি।

৯) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত প্রতি ইউনিয়ন হইতে একজন করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা (মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব)।

১০) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান /নিবহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত উপজেলা সদরে অবস্থিত যে কোন একটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপক (মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব)।

অনুচ্ছেদ-৬

কার্যনির্বাহী পরিষদ:

উপ-ধারা-১: নিম্নলিখিতভাবে উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনিবহী পরিষদ গঠিত হইবে:

গঠন প্রণালী :

উপদেষ্টা	:	১ জন- উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ক্রীড়া সংগঠক।
সভানেত্রী	:	১ জন- উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব।
সহ-সভানেত্রী	:	৪ জন- ১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ১ জন মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব। ২) উপজেলা প্রকৌশলী মনোনীত ১ জন মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব। ৩) সাধারণ পরিষদের বেসরকারী সদস্যগণ হইতে নির্বাচিত ২ জন মহিলা।
সাধারণ সম্পাদিকা	:	১ জন (নির্বাচিত)
সহ-সাধারণ সম্পাদিকা	:	১ জন (নির্বাচিত)
যুগ্ম সম্পাদিকা	:	১ জন (নির্বাচিত)
কোষাধক্ষ	:	১ জন (নির্বাচিত)
সদস্য	:	ক) ৫ জন (পদাদিকার বলে সদস্য) উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা ও সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা মনোনীত মহিলা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব। খ) ৫ জন সাধারণ পরিষদের মধ্য হইতে নির্বাচিত।

উপ-ধারা-২: উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা নির্বাচিত কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যনির্বাহী কমিটির সকল কর্মকর্তা জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার অনুমোদন সাপেক্ষে সভানেত্রী কর্তৃক মনোনীত হইবে।

উপ-ধারা-৩: সাধারণ সম্পাদিকা/ যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদিকা/ কোষাধ্যক্ষের মধ্যে কাহারো মৃত্যু হইলে অথবা কেহ পদত্যাগ করিলে কিংবা অপসারিত হইলে সভানেত্রী সংস্থার বর্তমান নির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্য হইতে শূণ্যপদ পূরণ করিতে পারিবেন এবং ৩০ দিনের মধ্যে এই পদের জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে শূণ্যপদ পূরণের ব্যবস্থা নিবেন।

অনুচ্ছেদ-৭: সংস্থার কার্যক্রম:

সংস্থার সাধারণ/কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যদের কার্যকাল দায়িত্বভার গ্রহণের তারিখ হইতে ৪ (চার) বৎসর হইবে। পদাধিকার বলে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ও সদস্যদের বেলায় ইহা প্রযোজ্য নয়।

অনুচ্ছেদ-৮

উপ-ধারা-১:

সভানেত্রী: সভানেত্রী সংস্থার সভায় সভাপতিত্ব করিবেন তিনি নির্বাহী পরিষদে প্রধানরূপে গণ্য হইবে না। তিনি জরুরী ও তলবী সভা আহবান করিতে পারিবেন। নির্বাহী পরিষদের মতামত নিয়া তিনি কর্মচারী নিয়োগ করিবেন, অপসারণ করিবেন ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিবেন।

উপ-ধারা-২:

সহ-সভানেত্রী: সভানেত্রী অবর্তমানে সভানেত্রী কর্তৃক মনোনীত হইয়া যে কোন একজন সহ-সভানেত্রী সমস্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

উপ-ধারা-৩:

সাধারণ সম্পাদিকা: সভানেত্রীর সংগে আলোচনাক্রমে তিনি সভা আহবান করিবেন। সভানেত্রীর সহিত পরামর্শক্রমে সংস্থার নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করিবেন; সভানেত্রী অনুমতি সাপেক্ষে তিনি তাঁহার কাজের আংশিক অথবা পুরোপুরি দায়-দায়িত্ব উভয় অথবা একজন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকের নিকট অর্পণ করিতে পারিবেন।

উপ-ধারা-৪:

যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদিকা: সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদিকা কর্তৃক দেয়া দায়িত্ব সমুহ পালন করিবেন।

উপ-ধারা-৫:

কোষাধ্যক্ষ: সংস্থার বাজেট প্রণয়ন, আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব সমুহ সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। বাজেট মোতাবেক সংস্থার বিভিন্ন খাতে খরচাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করিবেন।

অনুচ্ছেদ-৯

সভার নিয়মাবলী:

সভা: ক) উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদের সভা কমপক্ষে ১০দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে। ইহার বিশেষ বা জরুরী সভা কমপক্ষে ২ দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে।

খ) উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বচনী সভা, সাধারণ সভা, বিশেষ সভা ও জরুরী সভা যথাক্রমে ৭দিন, ৫দিন, ৩দিন ও ২৪ ঘন্টার নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে।

গ) ক) ও খ) উপ-ধারায় উল্লিখিত সভা সমুহের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে ১/৩ ভাগ উপস্থিতি হইলে কোরাম হইবে।

ঘ) কোরামের কারণে অথবা অন্য কোন কারণে যে কোন নিয়মিত সভা মূলতবী থাকিলে পরবর্তীতে উহার জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না। তবে মূলতবী সভার তারিখ ও সময় সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবগত করাইতে হইবে।

ঙ) প্রতিটি সভায় উপস্থিতি সদস্যদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে সদস্যগণ সমভাবে বিভক্ত হইলে সভানেত্রী

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন। তাহা ছাড়া সভানেত্রী আর কোন ভোট দিবেন না। সভানেত্রী/সহ-সভানেত্রীর অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যদের মধ্য হইতে একজন সভানেত্রীত্ব করিবেন।

চ) সদস্যদের মতামতক্রমে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন বোধে গোপন ব্যলট মারফৎ করা হইবে।

ছ) কোন সদস্যের সদস্যপদ নির্বাচন বা মনোময়ন বিষয়ে কোন অসুবিধার কারণে সভায় যোগ দিতে ব্যর্থ হইলে তাহার জন্য সভার কার্যাবলী বা সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইবে না এবং সেই সভার সিদ্ধান্ত আইনানুগ বলিয়া বিবেচিত হইবে

জ) প্রতি বছর জুলাই মাসে সাধারণ পরিষদের বাজেট সভা কমপক্ষে ১০ দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে। এই সভায় কোষাধ্যক্ষ পরিষদের অনুমোদনের জন্য বাজেট পেশ করিবেন।

অনুচ্ছেদ-১০

পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষণ:

উপ-ধারা-১:

উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা নিম্নবর্ণিত পন্থায় পরিদর্শন করা হইবে ঃ

ক) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি অথবা যে কোন সদস্য অথবা পরিষদের সচিব ও পরিচালকগণ পরিষদের সভাপতির অনুমোদনক্রমে উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থায় নোটিশ দিয়া বা বিনা নোটিশে পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

খ) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভানেত্রী অথবা যে কোন সদস্য অথবা পদমর্যদায় সাধারণ সম্পাদিকা নীচে নন এমন একজন কর্মকর্তা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি কর্তৃক লিখিত ক্ষমতাবলে

নোটিশে বা বিনা নোটিশে উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

গ) 'খ' ধারায় উল্লিখিত কর্মকর্তাদের অনুরূপ জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট সংস্থার সভানেত্রীর দেয় ক্ষমতাবলে উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যাবলী পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

উপ-ধারা-২:

উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক এবং বিশেষ হিসাব নিরীক্ষণ নিম্নলিখিত পন্থায় করা হইবে:

ক) জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা ইহার আওতাভূক্ত উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক হিসাব বা বিশেষ হিসাব নিরীক্ষণ করিয়া প্রয়োজনীয় আইনসংগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে হিসাব নিরীক্ষণ রিপোর্ট দাখিল করিবেন। যে কোন খরচ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট হইতে বেশী হইলে তা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-১১

আর্থিক বছর:

উপ-ধারা-১:

১ জুলাই হইতে ৩০ জুন পর্যন্ত সংস্থার আর্থিক বছর গণনা করা হইবে।

অনুচ্ছেদ - ১২

খেলোয়াড়দের কল্যাণ তহবিল:

উপ-ধারা-১:

উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা মহিলা ক্রীড়াবিদ কল্যাণ তহবিল গঠন করিতে পারিবে। এই জন্য স্থানীয় প্রশাসকের অনুমতি সাপেক্ষে চ্যারিটিশো বা প্রদর্শনী কিংবা যে কোন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

অনুচ্ছেদ-১৩

উপ-ধারা-১:

আদর্শ গঠনতন্ত্রের সহিত সমন্বয় রাখিয়া এই সংস্থা যে কোন বিধি, উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে (যাহাতে জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার অনুমোদন থাকিতে হইবে) ।

উপ-ধারা-২:

উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা খেলাধূলার সার্বিক স্বার্থে যে কোন সংস্থাকে জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার অনুমোদন সাপেক্ষে অনুমোদন দিতে পারিবে।

অনুচ্ছেদ -১৪

বিবিধ:

(১) অত্র গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নাই এমন কোন বিষয়ে উদ্রেক হইলে বা ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন হইলে উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদের পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নিতে পারিবে।

(২) অত্র গঠতন্ত্রের কোন ধারা বা উপ-ধারা ব্যাখ্যাকল্পে মতানৈক্য দেখা দিলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এই বিষয়ে চুড়ান্ত ব্যাখ্যা দিবে।

(৩) গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য কোন মতানৈক্য সৃষ্টি হইলে জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভানেত্রী সে বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন। উহা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছে কোন প্রকার প্রতিকারের জন্য যাওয়া যাইবে না।

(৪) গঠনতন্ত্র বিরোধী অথবা ক্রীড়া উন্নয়নের পরিপন্থী অথবা প্রচলিত আইন-কানুন অনুযায়ী শৃঙ্খলাজনিত কারণে অথবা কোন সংস্থা অকার্যকর অথবা গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কোন কাজ করিলে উপজেলা

মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল করিতে পারিবে। তবে পরিষদ বাতিল করার অনধিক তিন মাসের মধ্যে নুতন কার্যনির্বহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

(৫) কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রথম বৈঠকের দিনকে কার্যভার গ্রহণের দিন হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৬) এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে পূর্বের গঠনতন্ত্র অকার্যকর ও বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) অকার্যকর ও বাতিল গঠনতন্ত্র দ্বারা ইতিপূর্বে আইনানুগ সকল কার্যাদি, ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত শুধু মাত্র এই গঠনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার কারণে অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।